দৈনিক জনকণ্ঠ

37

তারিখ ... JAN 30 2000 ..
পৃষ্ঠা 6 কলাম 2 ...

পাঠ্যপুস্তক কেলেঙ্কারির বিচার চাই

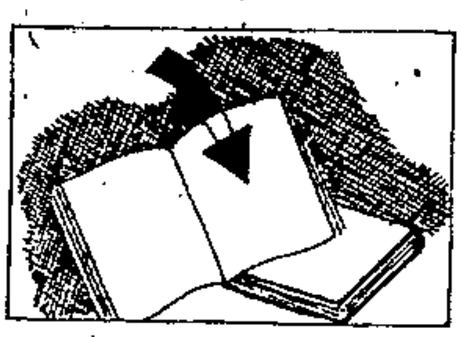

'ভেজাল, ভেজাল রে ভাই ভেজাল সারা দেশটায়'। কবি-কিশোর সুকান্তের কবিতার এই পঙ্‌ক্তিটি বর্তমানে বাংলাদেশে ব্যবসা-বাণিজ্যের সর্বক্ষেত্রে বোধহয় ব্যাপকভাবে প্রযোজ্য। কিন্তু দেশের ভবিষ্যত নাগরিক, কোমলমতি ছাত্রছাত্রীদের পাঠ্যবই নিয়ে যারা জঘন্য জালিয়াতি করে, তারা যে দেশের কি ভয়ঙ্কর ক্ষতি করছে, তা বলে বোঝানো যাবে না। জনকণ্ঠসহ বেশ কিছু পত্রিকায় অনেক আগেই শিক্ষাবোর্ডের শুরুতে মাধ্যমিকশ্রেণীর বই সরবরাহ করার ব্যাপারে শঙ্কাপ্রকাশ করা হয়। 'শিক্ষাবর্ষের শুরুতে মাধ্যমিকশ্রেণীর সংশোধিত পাঠ্যবই দিতে ব্যর্থ হয়েছে টেক্সট বুক বোর্ড'— এই শিরোনামে গত ২২ জানুয়ারি জনকণ্ঠে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে বলা হয়, শিক্ষাবর্ষের শুরুতে মাধ্যমিকশ্রেণীর সংশোধিত পাঠ্যপুস্তক বাজারে দিতে ব্যর্থ হয়েছে টেক্সট বুক বোর্ড কর্তৃপক্ষ। সংশোধিত বই প্রকাশিত না হওয়ায় অসাধু ব্যবসায়ীরা চেষ্টা করছে পুরনো বাতিল হয়ে-যাওয়া বই ছাত্রছাত্রীদের গছিয়ে দিতে। এ-নিয়ে অনেক জায়গাতেই উদ্ভব হয়েছে অপ্রীতিকর পরিস্থিতির। অসাধু এবং স্বার্থান্বেষী যেসব ব্যবসায়ী এবং বোর্ড কর্মকর্তার কারণে পাঠ্যপুস্তক নিয়ে এই জটিলতার সৃষ্টি, তাদের বিরুদ্ধেও গৃহীত হয়নি কোনপ্রকার শাস্তিমূলক ব্যবস্থা।

বছরের প্রথমদিন থেকে শুরু হয় মাধ্যমিক ও প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাবর্ষ। সে-অনুযায়ী জানুয়ারির ১ তারিখ থেকেই বাজারে পাওয়া যাওয়ার কথা পাঠ্যপুস্তক। এ বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্যই বিপুল অর্থ ব্যয়ে পোষা হয় 'জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড' নামক মাথাভারি প্রতিষ্ঠানটি। দুর্নীতিতে আপদমস্তক ভারাক্রান্ত সরকারী এ-প্রতিষ্ঠানটি যথারীতি এবারও যথাসময়ে পাঠ্যপুস্তক প্রকাশে ব্যর্থ হয়েছে। এ ব্যর্থতার জন্য দায়ী কে বা কারা সেটি নির্ধারণেও ব্যর্থ হয়েছে তারা। এ প্রসঙ্গে বোর্ডের এক কর্মকর্তা বলেন, 'কেবল প্রকাশকদের একটি অংশকে দায়ী করলে অন্যায় হবে। আমাদেরও কিছু ঘাটতি রয়েছে। যথাসময়ে সব বইয়ের পজিটিভও তো আমরা দিতে পারিনি।' প্রকাশকদের অপর একটি অংশ অবশ্য বোর্ডের কেবল অপারগতাই নয়, সেই দুর্নীতিগ্রস্ত মনোভাবকেও দায়ী করেছে। এ অংশের একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি বলেন, নতুন কারিকুলাম অনুযায়ী যে বইগুলো আমাদের দেয়া হয়েছিল, প্রকাশের জন্য সেসব বাজারজাতের জন্য আমরা রেডি করে রেখেছি। কিন্তু বোর্ড আমাদের বিক্রির জন্য ছাড়পত্র দিচ্ছে না। এভাবে তারা ছাত্রছাত্রীদের পুরনো বই কিনতে বাধ্য করছে প্রকারান্তরে। পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের সাথে যোগাযোগ করে জানা গেছে, এবার তারা মাধ্যমিকশ্রেণীর মোট ৬০টি বই প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছে।

গত বৃহস্পতিবার নগরীর বাংলাবাজার, কলাবাগানসহ বিভিন্ন এলাকার বই বিক্রির দোকান ও লাইব্রেরী ঘুরে দেখে পত্রিকান্তরের রিপোর্টার জানিয়েছেন, চিন্তাক্লিষ্ট অভিভাবকেরা বাধ্য হয়ে বিনামূল্যের বই কিনছেন। বাংলাবাজারের ফুটপাতে বিনামূল্যের বইয়ের মেলা বসেছে। সমগ্র প্রতিবেদন পাঠ করলে জনকণ্ঠের ২২ জানুয়ারি তারিখের ভবিষ্যদ্বাণীই অভ্রান্ত প্রমাণিত হয়।

বাস্তবে চড়াদামে ভুলে-কন্টকিত বইপুস্তক কিনতে বাধ্য হচ্ছেন অভিভাবক, অভিভাবিকারা। দেশের ভবিষ্যত নাগরিকদের শিক্ষাজীবন নিয়ে বছরের পর বছর ধরে একশ্রেণীর পুস্তক ব্যবসায়ী ও বোর্ডের একশ্রেণীর অসাধু কর্মচারী যে ঘৃণ্য ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে, তা এই মুহূর্তেই বন্ধ করতে হবে।